দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ২০০৫
পৃষ্ঠা ... ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র ভর্তির হার প্রায় শূন্যের কোঠায়

আকন্দ জাহাঙ্গীর ঃ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সেশন জট, পড়ালেখার অধিক খরচ, অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হওয়াসহ নানা কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র ভর্তির হার প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। এককালে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের গৌরবোজ্জ্বল পদচারণা এখন কালের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রচুর বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী এখান থেকে ডিগ্রী নিয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার প্রমাণ বহন করে ইন্টারন্যাশনাল হলটি। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে থাকে এরশাদ সরকারের আমল থেকে।

'৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি হয় ৪২ জন, '৯৫-৯৬ সালে ৪২ জন, '৯৬-৯৭ সালে ভর্তি হয় ৪৬ জন, '৯৭-৯৮ সালে ভর্তি হয় ৪২ জন, '৯৮-৯৯ সালে ভর্তি হয় ২৭ জন। এর পর থেকে বিদেশী শিক্ষার্থীর ভর্তি হার ১০-এর নীচে চলে আসে। ২০০৪-২০০৫ সালে মাত্র ৫ জন ছাত্র ভর্তির অনুমতি পেয়েছে। এরা সবাই নেপালী। বর্তমানে যে ক'জন বিদেশী অনার্সে ভর্তি হচ্ছে তাদের অধিকাংশই ফার্মেসী ও কমার্স ফ্যাকাল্টির বিভাগগুলোকে বেছে নিচ্ছে। বিজ্ঞান, কলা, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি হয় না বললেই চলে। এছাড়া কিছু বিদেশী শিক্ষার্থী ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হচ্ছে।

বিদেশী শিক্ষার্থী না ভর্তি হওয়ার অন্যতম কারণ হলো ভর্তি সংক্রান্ত জটিলতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে আকৃষ্ট হয়ে এ দেশে আসতে চায় অনেকে। তারা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করলে সেই ই-মেইলের জবাব দেয়া হয় না বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে দুর্দশার চিত্র। রেজিস্ট্রার বিভাগে অনলাইন রয়েছে ২টি কম্পিউটারে। যার মধ্যে ১টি ব্যবহার করেন ভিসি, অন্যটি ব্যবহৃত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সেরে ই-মেইলের জবাব দেয়ার সময় পাওয়া যায় না। তাছাড়া বিদেশী কেউ ভর্তি হতে চাইলে আবেদনকারীকে মন্ত্রণালয়ের নো অবজেকশন সনদপত্র পেতে হয়। তারপর সে আবেদনপত্র যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে, সেখান থেকে আসে রেজিস্ট্রার বিভাগে। তারপর যায় ডীনের কাছে, ডীন বিষয়টি নিয়ে অতিষ্ঠ বিভাগের চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করে ভর্তির অনুমতি দেন। এরকম দীর্ঘ সূত্রতার ফলে শিক্ষার্থীরা ভর্তির ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং অনেকে ভর্তি না হয়েই ফিরে যায়।

দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও ছাত্র সংগঠনগুলোর অসহনশীলতার ফল হিসেবে কয়েক দিন পর পর হরতাল, ধর্মঘটের কারণে সেশন জট, পাশ্চাত্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা পড়ালেখার খরচ বেশী, এবং সর্বোপরি শিক্ষার মান কমে আসায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষার্থীর ভর্তি এ অবস্থায় পৌঁছেছে।

তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় সংঘাত কমে আসায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। কারণ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা অধিকাংশেরই আগমন ঘটতো ফিলিস্তিন, সোমালিয়া, ইরান, তুরস্ক থেকে। গৃহ যুদ্ধের কারণে অস্থিতিশীল এশিয়ান ও আফ্রিকান দেশগুলোর ছাত্ররা জাতিসংঘের শিক্ষা বিভাগের আওতায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতো। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিদেশী শিক্ষার্থী ফিলিস্তিন, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান ও ইরানের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি অন্যান্য দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেশী হওয়ায় বিদেশী ছাত্র না আসার অন্যতম কারণ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্কভুক্ত দেশগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক টিউশন ফি ৫০০ ডলার এবং বাইরের দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য ১২০০ ডলার। ফলে অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করতে একজন শিক্ষার্থীর শুধু একাডেমিক খরচ পড়ে প্রায় ৪ লাখ টাকা। থাকা-খাওয়া বাবদ খরচ পড়ে আরও ২ লাখ টাকা। যা দক্ষিণ এশিয়ার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশী এবং ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার অনেক ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান। তাছাড়া সেশন জটের কারণে ৫ বছরের কোর্স শেষ করতে লাগে ৮ বছর। উপরন্তু বাংলাদেশে পার্ট টাইম কাজের সুযোগ-সুবিধা কম থাকায় বিদেশী ছাত্ররা ঢাকায় না এসে ইউরোপ-আমেরিকায় চলে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হওয়ায় বিদেশী ছাত্র না আসার অন্যতম কারণ বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তবে সেশনজট, পার্ট টাইম কাজের সুবিধা প্রদান, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারলে আবারও বিদেশী ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে শিক্ষাবিদরা মত করছেন।